ভোরের কাগজ

তারিখ 21 JUN 1988
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

52

ছাত্র–শিক্ষক উভয় রাজনীতি বন্ধের পক্ষে অভিমত

৩০০ ছাত্র ও কতিপয় শিক্ষকের হাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি

একরামুল হক বুলবুল : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষক রাজনীতিও বন্ধের প্রস্তাব এসেছে বিভিন্ন মহল থেকে। কারণ মাত্র ৩০০ ছাত্র ও ছয়/সাত জন শিক্ষকের হাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি। পরীক্ষামূলকভাবে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ রাখা হলে তিন/চার বছরের সেশনজট দূর করা সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। গতকাল শনিবার জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার একদল সাংবাদিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের পক্ষে ব্যাপক অভিমত পান।

গতকাল ছিল বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা। প্রায় সাড়ে ৫০০ আসনের জন্য ১৬ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী আবেদন করলেও ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৩ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী। ভর্তি পরীক্ষা চলার সময়ে সাংবাদিকদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পরীক্ষার হলে ঘুরিয়ে দেখায়। এ সময় উপউপাচার্য প্রফেসর আবু ইউসুফ, প্রক্টর ড. খান তৌহিদ ওসমানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়। অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, কিছুসংখ্যক শিক্ষক ছাত্রদের উসকে দিলে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এ প্রসঙ্গে দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনসুর উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষকদের ফোরামে শিক্ষকদের নোংরা রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে কোনো ছাত্র সংগঠনের নেতা বা কর্মী যেসব শিক্ষকদের বাসায় যাবে তাদের চিহ্নিত করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে ফোরামে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে ১৬ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র রাজনীতি করছে মাত্র ৩০০ জনের মতো ছাত্র। এই ৩০০ জন ছাত্র কলহে লিপ্ত হলে ক্যাম্পাস অচল হয়ে পড়ে। এদের উসকানি দেয় ছয়/সাত জন শিক্ষক। অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ৩০০ জন ছাত্র ও ছয়/সাত জন শিক্ষকের হাতে জিম্মি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ৩০০ জন ছাত্রের জন্য আইডি কার্ডের আদলে এক ধরনের বিশেষ কার্ডের ব্যবস্থা করেছে। এই কার্ডের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামা কিংবা মারামারি হলে উল্লিখিত ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চিহ্নিত করা হবে প্রকৃত সন্ত্রাসী। কিন্তু উসকানিদাতা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা এখনো বিবেচনায় আনা হয়নি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য আড়াইশ পুলিশ ২৪ ঘন্টা অবস্থান করছে ক্যাম্পাসে। তাদের মনিটরিং করছে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুর রহিম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ অথচ শক্ত হাতে সকল পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোকে মৌখিকভাবে বলে দিয়েছে ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ না করতে। ছাত্র সংগঠনগুলো এই নির্দেশ পালনও করছে। গতকাল ক্যাম্পাসে পরীক্ষার হল ও আশপাশের এলাকায় ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক ছাড়া অন্য কাউকে দেখা যায়নি।